Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-III, January 2019, Page No. 28-42
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

এয়ারের বাক্যের অর্থপূর্ণতা তত্ত্বের একটি আলোচনা

ড. সুনীল কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্দ্ধমান

Abstract

Alfred Jules Ayer (1910-1989) is an ardent member of the logical positivist movement, which emerged in the early part of the 20th Century by the efforts of a group of philosophers who sought to unify philosophy and different types of science under a common naturalistic theory of knowledge. The founders of the movement discussed the principle of verification in detail. This principle dominates Ayer's most famous work Language, Truth & Logic *(1936). In this work, Ayer argues that the principle of verification is a criterion of meaning that requires every cognitively meaningful or factually significant statement to be capable of being verified i.e. it must either be a tautology or provable by sense experience. According to Ayer, only empirical, tautological or mathematical statements that can be demonstrated to be true or false are cognitively meaningful. Ayer considers statements whose truth or falsehood cannot be verified as cognitively meaningless such as metaphysical, spiritual and aesthetical statements. These statements may be meaningful in influencing emotions in a person, but not in terms of truth values. In this paper we shall discuss all these things as given in his* Language, Truth & Logic.

Besides some critical assessment by Isaiah Berlin and Alonzo Church, some recent philosophers such as W.V.O Quine, a famous logician and empiricist philosopher is convinced that the inadequacy of this principle derive from the questionable dichotomy between analytic statements and synthetic statements. This highly questionable dichotomy is one that underpins the thoughts of all the logical positivists and as well as Ayer's thought in general.

Key words: Logical positivism, Verification, strong verification, weak verification, synthetic statements, analytic statements etc.

আলফ্রেড জুলেস এয়ার (Alfred Jules Ayer, 1910-1989) Language, Truth and Logic গ্রন্থে ভিয়েনাচক্রের যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদের একটি কট্টরপন্থী রূপের বিশদ আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 1920-এর দশকের প্রথমদিকে ভিয়েনা শহরে মরিৎ শ্লিক (Moritz Schlick, 1882-1936) এর নেতৃত্বে বিভিন্ন বিদ্যায় বিশারদ, যেমন কুর্ট গোয়েডেল (Kurt Godel, 1906-1978), অটো নইরাথ (Otto Neurath,

1882-1945), রিউডলফ কারনাপ (Rudolf Canrnap, 1891-1970) হাংস হান (Hans Hahn, 1879-1934) প্রমুখ বিখ্যাত ব্যাক্তিবর্গ মিলে একটি গোষ্টি গঠন করেন যা দর্শনের ইতিহাসে **ভিয়েনাচক্র** নামে পরিচিত। এই গোষ্টির সদস্যদের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেমন- পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি এবং গণিত ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে **ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতার** ভিত্তিতে একটা ঐক্যের সন্ধান করা এবং এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপেক্ষিতে দর্শন শাস্ত্রকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। বিখ্যাত দার্শনিক **লুডভিগ ভিটগেন্সটাইন** (Ludwig Wittgenstein, 1889-1951**)** এই গোষ্টির কয়েকটি আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই চক্রের সদস্যরা প্রথমদিকে ভিটগেন্সটাইনের *Tractatus Logico Philosophicus* বইটির কিছু বক্তব্যের দ্বারা বিষেশভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।[1] ভিটগেন্সটাইন এই গ্রন্থে দাবী করেন – 'দর্শনশাস্ত্র কোন তত্ত্ব নয়, এটি একপ্রকার ক্রিয়া, আমাদের অস্বচ্ছ ধারণাগুলিকে স্পষ্ট করার ক্রিয়া'।[2] এই গ্রন্থে তিনি একথাও বলেন যে, সমস্ত বচনেই কতকগুলি সরলতম বচনের সত্যাপেক্ষক প্রক্রিয়াজাত। তাঁর ভাষায় "A Proposition is an expression of agreement and disagreement with truth-possibilities of elementary proposition"[3]। ভিটগেন্সটাইনের এই বক্তব্যের দ্বারা এই চক্রের সদস্যরা প্রথমদিকে প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'সত্যাপেক্ষক প্রক্রিয়াজাত' এটি তাঁরা গ্রহণ না করলেও, 'সরলতম বচন' (elementary proposition) এর দ্বারা অন্যান্য বচন গঠিত হয়ে থাকে[4] এই মত তারা গ্রহণ করেছিলেন। ট্রেকটেটাসে ভিটগেন্সটাইন আরো বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন যদিও সেগুলি সম্পর্কে এই চক্রের সদস্যরা উৎসাহিত ছিলেন না। **'সরলতম বচনের' ধারণাটি** এই সব চিন্তাবিদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করার কারন রূপে বলা যায় যে তাঁরা মনে করেছিলেন তাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 'সরলতম বচন' গুলিকে **সরাসরি অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই যোগ্য।** তবে একথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে ভিটগেন্সটাইন তাঁর ট্রেকটেটাসে এরকম কোন কথা বলেননি বা ব্যাখ্যাও করেন নি। এয়ার তাঁর *Language, Truth and Logic* বইয়ের প্রথম অধ্যায় 'The Elimination of Metaphysics' এর শুরুতেই দাবী করেন যে, দার্শনিকদের মধ্যে যে সকল বিতর্ক গতানুগতিক ভাবে আলোচিত হয়ে এসেছে সেগুলির অধিকাংশই নিস্ফল ও অর্থহীন। তাই এই সব বিতর্কগুলি বন্ধ করার সবথেকে যথার্থ উপায় হল দর্শনিক অনুসন্ধানের **উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি** সম্পর্কে এমন একটি সিদ্ধান্তে আসা যা **সুনিশ্চিত ও প্রশ্নাতীত।** তবে, এয়ার দাবী করেন যে, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখাযায় যে এই কাজটি করা যত কঠিন বলে মনে হয়, আসলে কাজটি তত কঠিন নয়। যদি কোন প্রশ্নের উত্তর খোঁজা বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে থেকেও থাকে এবং সেই সব প্রশ্নের উত্তর খোজার দায়িত্ব দর্শনের উপর বর্তায়ও তাহলে কোন এক সহজ সরল **বর্জনমূলক পদ্ধতি** অবলম্বন করেই দর্শনকে এই কাজটি করতে হবে বলে এয়ার মনে করেন। সাধারণ ভাবে দাবী করা হয় যে, দর্শনের মাধ্যমে আমরা বিজ্ঞান ও সাধারণ বোধবুদ্ধির বাইরের কোন অতীন্দ্রিয় অধিবিদ্যাগত সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি - দর্শন সম্পর্কে এইরূপ ধারনার সমালোচনা দিয়েই এয়ার সেই কাজ শুরু করার কথা বলেন। এয়ার মনে করেন যে, কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার না করেও একজন অধিবিদ হতে পারেন। অধিবিদরা সকলেই যে সচেতন ভাবে আমাদের অভিজ্ঞতা বহির্ভূত সত্তা সম্পর্কে আলোচনা করতে চেয়েছেন তা নয়, তাদের অনেক অধিবিদ্যাগত বচনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সেগুলি কতকগুলি যৌক্তিক বিভ্রান্তির ফল। এক্ষেত্রে এয়ারের মত হল, যেসব অধিবিদ মনে করেন যে অতীন্দ্রিয় সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ সম্ভব তাদের মতামত খন্ডন করেই আমাদের আলোচনা শুরু করা যেতেপারে, কারণ এই খন্ডন প্রক্রিয়া পরে সমগ্র অধিবিদ্যার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যাবে।[5]

এয়ারের মতে যেসব অধিবিদরা অবভাসিক জগতের বাইরে অবস্থিত কোন জগতের বা সত্তার জ্ঞান দাবী করেন, তাদের মতামত খন্ডনের একটি অন্যতম উপায় হল- **তাদের জিজ্ঞাসা করা যে তারা কোন কোন হেতুবাক্য থেকে তাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন?** সাধারণ ভাবে লোকেরা যা করে থাকেন তা হল- ইন্দ্রিয়লব্ধ সাক্ষপ্রমানের উপরে ভিত্তি করে অগ্রসর হয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনিত হন। এয়ারের মতে আমরা অধিবিদদের অবশ্যয় জীজ্ঞাসা

করব যে, কোন যৌক্তিকপদ্ধতিতে ইন্দ্রিয় লব্ধ সাক্ষ্যপ্রমান থেকে শুরু করে ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা সম্পর্কে তারা তাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন? এয়ারের মতে, সন্দেহাতীত ভাবেই আমরা একথা দাবী করতে পারি যে, কোন ইন্দ্রিয়লব্ধ সাক্ষ্যপ্রমানের উপরে ভিত্তি করে আমরা কোন অতীন্দ্রিয়সত্তার অস্তিত্ব বা তাদের গুণাগুন সম্পর্কে কোন কিছুই যুক্তিযুক্ত ভাবে অনুমান করতে পারি না।[6]

তবে এই আপত্তি খন্ডনের জন্য অধিবিদরা বলতে পারেন যে, তাদের এই অতীন্দ্রিয়বস্তু সম্পর্কে বক্তব্য কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়লব্ধ সাক্ষ্যপ্রমানের উপরে নির্ভরশীল নয়। তারা আরো বলতে পারেন যে, তারা এমন এক অভিজ্ঞতাপূর্ব **বৌদ্ধিকস্বজ্ঞার** (intellectual intuition) অধিকারী যার সাহায্যে তারা অতীন্দ্রিয় বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে তারা এরকম বক্তব্য উপস্থাপিত করে থাকেন। সাধারণ ভাবে বৌদ্ধিক দর্শনিকেরা অধিবিদ্যা সম্পর্কে এরকম কথা বলে থাকেন।[7] তবে এয়ার মনে করেন যে, আমরা যদি এটা তাদের কাছে প্রমান করে দিতেপারি যে তারা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে গঠিত বচনের উপর নির্ভর করেই অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কে নিজেদের মত প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন, তাহলেও তারা বলতে পারেন যে এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, অতীন্দ্রয় জগৎ সম্পর্কে তাদের যা বক্তব্য বা বৃবিতি তা মিথ্যা বা অর্থহীন। এয়ার নিজেও একথা সত্যি বলে স্বীকার করেন যে, যদি দেখা যায় কোন একটা সিদ্ধান্ত তার জন্য উপস্থাপিত আশ্রয়বাক্যগুলি থেকে যৌক্তিক ভাবে নিঃসৃত না হয়, তা হলেও এই ঘটনাটি উক্ত সিদ্ধান্তটি যে মিথ্যা বা ভ্রান্ত তা প্রমান করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এর থেকে একথা প্রমানিত হয় যে, অতীন্দ্রিয় বস্তু সম্পর্কিত অধিবিদ্যক মত যেসব বস্তু সম্পর্ককে অনুস্বরণ করে প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেই পদ্ধতির সমালোচনা করে এই রূপ অধিবিদ্যাকে বাতিল করা যায় না।[8]

এয়ার তাই মনে করেন এই পরিস্থিতিতে যা করা দরকার তা হল, যে সকল বচনগুলির দ্বারা এইরূপ **অতীন্দ্রিয়সত্তা সম্পর্কিত বচনগুলি প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেই বচনগুলির প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা**, সেগুলির সমালোচনা করা এবং এই প্রশ্নটি তিনি অধিবিদ্যা সম্পর্কে করতে চান। এয়ার আসলে এমন এক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চান যে মতবাদ অনুযায়ী **অতীন্দ্রিয়সত্তা সম্পর্কিত বচনের স্বাভাবিক কোন অর্থ নেই তা প্রমান করা সম্ভব,** এবং এর থেকে এটা প্রতিয়মান হয়ে যাবে যে অধিবিদরা যেসকল বচন রচনা করেছেন সেগুলির কোন অর্থ নেই বা অর্থহীন।[9]

প্রসঙ্গত উল্লেক্ষ্য যে, আমরা জানি যে এয়ার পূর্ববর্তী বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট অতীন্দ্রিয় অধীবিদ্যার অসম্ভাব্যতার কথা তিনি তাঁর *Critique of Pure Reason* গ্রন্থে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতে আমাদের কোন কিছু জানার যে জ্ঞান-প্রক্রিয়া তা অংশত ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই গঠিত। কান্টের মতে আমাদের জ্ঞান-প্রক্রিয়া এমন ভাবে গঠিত যা আমরা ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সীমানা ছাড়িয়ে শুধুমাত্র আমাদের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে কোন স্বগতসত্তাকে (Thing in themselves) জানার যদি চেষ্টা করি তাহলে আমরা স্ববিরোধিতায় বিদ্ধ হব।[10] এই কারনে, এয়ার বলেন যে, কান্টের অতীন্দ্রিয় অধীবিদ্যার অসম্ভাব্যতা বাস্তবতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, যৌক্তিকবিজ্ঞানের উপরে নয় (not matter of logic, but matter of fact), কিন্তু এয়ারের প্রয়াস হল যৌক্তিকবিজ্ঞানের উপরে নির্ভর করে অতীন্দ্রিয় অধিবিদ্যার অসম্ভাব্যতা প্রমান করা।[11]

কান্টের দর্শন অনুস্বরণ করলে আমরা দেখতে পায় যে তিনি স্বগতসত্তার (Thing in themselves) অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন তবে আমাদের জ্ঞান-প্রক্রিয়ার গঠণ প্রকৃতির জন্যই সেই স্বগতসত্তাকে জানার কোন ক্ষমতায় আমাদের নেই। এই জগতের বস্তু সম্পর্কে আমরা যা জানি সেই জানার বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়জাত উপাদানগুলির উপরে কতকগুলি অভিজ্ঞতাপূর্ব আকার, যা আমাদের মনের গঠন প্রকৃতির অঙ্গ, যেমন দেশ, কাল, যা আমাদের sensibility এর অবদান (space and time are two form of sensibility) ও categories বা principle of understanding যা আমাদের বুদ্ধির অবদান, এগুলি আরোপ করে আমরা জ্ঞান লাভ করি। এই আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কান্টের মতে বস্তুসমূহের জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রয়জাত অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই অভিজ্ঞতার বহির্ভূত কোন বস্তুকেই মানব মনের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এখন যদি আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়জাত

অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, কান্টের সমালোচকরা এখানে প্রশ্ন তোলেন, তাহলে এই সীমানা অতিক্রম না করে কান্ট কি করে যুক্তিযুক্ত ভাবে একথা বলতে পারেন যে এই সীমানার বাইরে বস্তু আছে এবং তিনি কিভাবে জ্ঞানের এই সীমানা নির্দেশ করতে পারেন? কোন কোন দার্শনিক এমন কথাও বলেছেন যা সংক্ষিপ্ত ভাবে আমরা বলতে পারি যে, কোন কিছুর সীমানা জানা মানেই সেই সীমানাকে অতিক্রম করে যাওয়া (to know the limit is to transcend the limit)। এই প্রসঙ্গে এয়ার ভিটগেনস্টাইনের এর কথার উল্লেক্ষ করেছেন। ভিটগেনস্টাইন তার ট্রাকটেটাসের মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, চিন্তার কোন সীমানা নির্দেশ করতে হলে আমাদের ঐ সীমানার দুই দিকটিই চিন্তা করতে হবে। এই গ্রন্থে ভিটগেনস্টাইন নিজেই দাবী করেছেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আমাদের চিন্তার একটা সীমারেখা জানা। কিন্তু এই কাজটি করতে গেলে একটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, চিন্তার কোন সীমারেখা টানতে হলে আমাদের সীমারেখার দুই পাশটি চিন্তা করতে হাবে। "...in order to be able to draw a limit to thought, we should have to find both sides of the limit thinkable."[12] অর্থাৎ যা অচিন্ত্যনীয় তাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। এই অসুবিধার জন্য ভিটগেনস্টাইন যেপথ অনুস্বরণ করেছেন তাহল আমাদের চিন্তাকে যেহেতু আমরা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করি, সেহেতু ভিটগেনস্টাইন সীমারেখাটা টেনেছেন ভাষার মধ্যে। সীমারেখার এপাশে যা তা অর্থপূর্ণ কিন্তু সীমারেখার ওপারে যা তা অর্থহীন বা nonsensical. (It will therefore only be language that the limit can be drawn, and what lies on the other side of the limit will simply be non-sense.) [13] এয়ার এবং যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদীগনও দাবীকরেন যে অধিবিদ্যার বিবৃত্তিগুলি মিথ্যা নয়, এগুলি সম্পূর্ণ ভাবে অর্থহীণ বা nonsensical.

এখন প্রশ্ন হল যে, কোনো একটি বিবৃত্তি কি কি শর্ত পূরণ করলে তথ্যগত বিবৃত্তি রূপে অর্থপূর্ন হবে। এই অর্থপূর্নতার যে মাপকাঠি এয়ার এবং যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদীরা নির্দেশ করেছেন তাকে বলা হয় বাক্যের অর্থের যাচাইযোগ্যতার মাপকাঠি (Criterion of Verifiability of a sentence)। কোন বিবৃতি অর্থপূর্ণ কি না তার মাপকাঠি হল তার যাচাইযোগ্যতা। এখন আমরা এই যাচাইযোগ্যতার মাপকাঠি নিয়ে আলোচনা করব।

যাচাইকরণ সূত্র: প্রসঙ্গত উল্লখ্য যে, যাচাইকরণ সূত্রের সর্বপ্রথম প্রবক্তা হলেন ভিয়েনাচক্রের প্রাণপুরুষ **মরিৎস শ্লিক**। শ্লিকের মতে, "The meaning of a proposition is the method of its verification"[14] অর্থাৎ কোন বচনের অর্থ হল বচনটির যাচাইকরণ পদ্ধতিটি স্বয়ং। শ্লিকের মতে যাচাইকরণ সূত্র একটি পদ্ধতির জ্ঞাপক, যা অনুস্বরণ করে বলে দেওয়া যায় কোন বচন অর্থপূর্ণ না অর্থহীন। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যাচাইকরণ সূত্র হল কোন বচনের অর্থ নির্ধারন করার উপায় বিশেষ। অন্যদিকে এয়ার তাঁর *Language Truth and Logic* গ্রন্থে যাচাইকরণ সূত্রকে একটু ভিন্নভাবে ব্যখ্যা করেছেন। এয়ার কখনই এই যাচাইকরণ পদ্ধতিকে কোন বচনের অর্থ উদ্ধারের কাজে ব্যবহারের কথা বলেন নি। তাঁর মতে যাচাইকরণ সূত্র প্রকৃতপক্ষে একটা বিধি (rule), যে বিধির দ্বারা আমরা স্থির করতে পারি কোন বচন আদৌও অর্থপূর্ণ হয়েছে কিনা। এখানেই এয়ারে সাথে শ্লিকের যাচাইকরণ পদ্ধতির মূল পার্থক্য।

এয়ারের মত:

এয়ার তাঁর *Language, Truth and Logic* গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রথম অধ্যায়ে যাচাইকরণ সূত্রটির বর্নণা করতে গিয়ে বলেন:

> "We say that a sentence is factually significant to any given person, if, and only if, he knows how to verify the proposition which it purports to express- that is, if he knows what observations would lead him, under certain conditions, to accept the proposition as being true, or reject it as being false."[15]

অর্থাৎ একটি বাক্য (sentence) কোন ব্যক্তির কাছে তথ্যগতভাবে অর্থপূর্ণ (factually significant) হবে যদি এবং কেবল যদি, ওই বাক্যের দ্বারা প্রকাশিতব্য বচনটি যাচাই করে নেওয়ার উপায় তার জানা থাকে। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যদি জানে, কোন পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে, বা নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে ঐ বচনটিকে সে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারে, অথবা মিথ্যা বলে বর্জন করতে পারে।

একটি উদাহরণের দ্বারা সূত্রটিকে বোঝা যাক: যেমন কোন ব্যক্তি যদি দাবী করে যে "চাঁদের মাটি সবুজ পনীর দিয়ে তৈরী" বা " মঙ্গল গ্রহে প্রানের অস্তিত্ব আছে" ইত্যাদি বাক্যগুলি, এয়ারের এই সূত্র অনুযায়ী অর্থবহ (significant), যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই সব বাক্য অসম্ভব কথা বলে। কিন্তু এয়ার বলবেন, তাতে এই সব বাক্যের অর্থবহতার কিছু যায় আসে না। যেহেতু এই সব বাক্যের সত্য-মিথ্যা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এক্ষেত্রে তা আমদের জানা আছে, তাই এই বাক্যগুলি অর্থবহ।

আবার অধিবিদ্যক বাক্য যেমন 'জগৎ অলীক' বা 'ঈশ্বর মঙ্গলময়' ইত্যাদি বাক্যে যদি এই সূত্র প্রয়োগ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, এগুলি তথ্যগতভাবে অর্থহীণ। কারণ এই সকল বাক্যের যা প্রকাশিতব্য বক্তব্য তাদের নিরীক্ষণমূলক (observational) সত্যাসত্য নির্ণয়ের কোন উপায় আমাদের জানা নেই। অর্থাৎ আমরা জানি না, কী ধরনের নিরীক্ষণের দ্বারা এই সব বাক্যের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করতে হয়। তাই এই বাক্যগুলি এয়ারের মতে অর্থবহ নয়।

সে যাইহোক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই যাচাইকরণ সূত্রে এয়ার 'প্রকাশিতব্য বচন' (Proposition which it purports to express) কথাটি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এটা প্রয়োগ করে তিনি একটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। তা হল এই সূত্র আনুযায়ী, যে বাক্য নিরীক্ষণে যাচাইযোগ্য নয় তাই অর্থহীন, কারণ এইসকল বাক্যের প্রকাশিতব্য বচন রূপে কিছুই পাওয়া যায় না। অন্যদিকে যে বাক্যের প্রকাশিতব্য বচনরূপে কিছু পাওয়া যায় না, সে বাক্য নিরীক্ষণে যাচাইযোগ্য নয়- এ কথা আমাদের স্বীকার করতে হয়, কিন্তু তা স্বীকার কার যায় না, কারন স্বীকার করলে স্ববিরোধিতা দেখা দেয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা আবেগাত্মক বাক্য, যেমন 'আহা! কি মোনরম দৃশ্য' এর কথা বলতে পারি। এই বাক্যে কোন বচন প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু এই বাক্য নিরীক্ষণে যাচাইযোগ্য। এই জন্য পরবর্তী পর্যায়ে এয়ার 'প্রকাশিতব্য বচন'- এই শব্দবন্ধ ব্যাবহার না করে 'statement' বা বৃবিতি শব্দটি ব্যাবহার করেছেন বলে মনে হয়।

এয়ার আবার বলেন "If, ...the putative proposition is of such a character that the assumption of its truth, or falsehood, is consistent with any assumption whatsoever concerning the nature of his future experience, then, as far as he is concerned, it is, if not a tautology, a mere pseudo-proposition. The sentence expressing it may be emotionally significant to him; but it is not literally significant."[16] অর্থাৎ যদি প্রকাশিতব্য বচনটি এমন হয় যে, সেটিকে সত্য বলেই ধরা হোক বা মিথ্যা বলেই ধরা হোক, সেই ধারণা যদি তাঁর ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত যে কোন প্রাক ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে প্রকাশিতব্য বচনটি হয় স্বতঃসত্য হবে, না হয় সেটি একটি ছদ্মবচন (pseudo sentence) হবে। এয়ার মতে ছদ্ম-বচন হল সেই বচন যাকে সত্য বলেও গ্রহণ করা যায় না, আবার মিথ্যা বলেও বর্জন করা যায় না। আর এই ধরনের বচন যে বাক্যে প্রকাশিত হয় তার কোন আবেগাত্মক তাৎপর্য ওই ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে; কিন্তু কোন আক্ষরিক বা শাব্দিক তাৎপর্য থাকে না।

এয়ার এই আলোচনা প্রসঙ্গে কান্টের মতো বিশ্লেষক (analytic) ও সংশ্লষক (synthetic) বচনের মধ্যে একটা পার্থক্য স্বীকার করেছেন। কিন্তু কান্ট যে ভাবে এই পার্থক্য করেছেন তা এয়ার স্বীকার করেন নি। কান্টের

বিশ্লেষক ও সংশ্লষক বচনের পার্থক্যের মধ্যে কিছু সমস্যা রয়েছে বলে, এয়ার সেগুলোকে এড়ানোর জন্য এই তফাৎটা নিম্নোক্তভাবে করেছেন:

এয়ারের মতে একটি বচন বিশ্লেষক হয় তখনি যখন তার সত্যতা কেবলমাত্র তার মধ্যে নিহিত চিহ্ন (symbol) এর সংজ্ঞার (definition) উপরে নির্ভর করে এবং একটি বচন সংশ্লেষক হয় তখনি যখন তার সত্যতা অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের উপরে নির্ভর করে। এয়ারের ভাষায়, "I think that we can preserve the logical import of Kant's distinction between analytic and synthetic propositions, while avoiding the confusions which mar his actual account of it, if we say that a proposition is analytic when its validity depends solely on the definitions of the symbols it contains, and synthetic when its validity is determined by the facts of experience." [17]

উদাহরণের সাহায্যে এয়ার এই দুই ধরণের বচনের মধ্যে পর্থক্যটি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। যেমন "কিছু পিপঁড়ে আছে যাদের মধ্যে দাসপ্রথার প্রচলন আছে" -এটি একটি সংশ্লেষক বচন, কারণ এটি সত্য না মিথ্যা তা কেবলমাত্র ঐ বচনের মধ্যে নিহিত শব্দ (symbol) এর সংজ্ঞার উপরে নির্ভর করে নির্ণয় করা যায় না। পিপঁড়ের বাস্তব আচরণ পর্যবেক্ষণ করেই এই বচনটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা যায়। অন্যদিকে একটি বিশ্লষক বচনের উদাহরণ হল "কিছু পিপঁড়ে পরনির্ভরশীল অথবা কোন পিপঁড়েই পরনির্ভরশীল নয়", কারণ এই বচনটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ণয়ের জন্য কোন পিপঁড়ের বাস্তব আচরণ পর্যবেক্ষণের কোন প্রয়োজন নেই। 'অথবা' (or) এবং 'না' (not)-এই শব্দ দুটির ভূমিকা বা অর্থ কি তা জানলেই, কোনরকম অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করেই, একজন বুঝতে পারে যে 'P অথবা ~P' এই আকারের যে কোন বচনই সত্য। সুতরাং এই রকমের সকল বচনই, এয়ারের মতে, বিশ্লেষক।

এয়ার নিরূপিত এই সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক বচনের পার্থক্য থেকে দেখা যাছে যে, এয়ারের মতে সকল বিশ্লেষক বচনেই অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ (a priory) এবং সকল অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ বচনেই বিশ্লেষক এবং এই বচনগুলি নিশ্চিতরূপে সত্য ও অসংশোধনিয়। অন্যদিকে সকল সংশ্লেষক বচনেই অভিজ্ঞতা নির্ভর (apostriory) এবং সকল অভিজ্ঞতা স্বাপেক্ষ বচনই সংশ্লেষক। কিন্তু আমরা জানি যে, কান্ট সংশ্লেষক পূর্বতসিদ্ধ বচনের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং এই রূপ বচন কোন নীতির ভিত্তিতে স্বীকার্য তা অনুসন্ধান করাই ছিল তাঁর Critique of Pure Reasone এর মূল লক্ষ্য। কিন্তু এয়ার এবং যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদীরা কান্টের সংশ্লেষক পূর্বতসিদ্ধ বচনের অস্তত্বের ধারণাটিকে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করেছেন। কান্ট পাটীগনিত এবং জ্যামিতির বচনগুলিকে সংশ্লেষক বলে স্বীকার করেছেন যদিও লজিকের বচনগুলি তার মতে বিশ্লেষক। কিন্তু এয়ারের মতে গণিতের বচনগুলিও হচ্ছে বিশ্লেষক। কান্টের মতে গণিতের বচনগুলি সংশ্লেষক হলেও অভিজ্ঞতা পূর্ব (a priory) কিন্তু এয়ারের মতে সমস্ত সংশ্লেষক বচনেই অভিজ্ঞতা নির্ভর।

এখন প্রশ্ন হল, **লজিক বা গণীতশাস্ত্রের** বাক্য যেগুলো যৌক্তিকভাবে সত্য, সর্বাবস্থায় সত্য এবং এগুলি বিশ্লষক বাক্য, এগুলি তথ্যগতভাবে শূন্যগর্ভ (factually vacuous) কিন্তু এগুলি অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ এবং যুক্তিবৈজ্ঞানিক কারণে আকারগতভাবে সত্য। এগুলি জগৎ সম্পর্কে তথ্যজ্ঞাপক না হয়েও অর্থপূর্ণ কারন এগুলি ভাষার বিধি প্রকাশ করে। এদের অর্থ বা সত্যতা-মিথ্যাত্ব নির্ণয়ে যাচাইকরনের কোন প্রয়োজন হয় না। এই সকল বাক্যের বক্তব্য নিরীক্ষণে যাচাইযোগ্য নয়। তাই এই সকল বাক্যে যদি যাচাইকরণ সূত্রটিকে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে কি উত্তর পাওয়া যায় এখন আমরা তা এয়ারের অনুস্বরনে আলোচনা করব।

লজিক বা গণীতশাস্ত্রের স্বতঃসত্য বাক্যেগুলির দ্বারা প্রকাশিত বচনের সত্যতা অথবা মিথ্যাত্ব আমরা নিরীক্ষণে (observation) পাইনা, তাই এয়ারের যাচাইকরণ সূত্র অনুসারে এইসব স্বতঃসত্য বাক্যকে অর্থহীণ বলতে হয়।

কিন্তু এয়ার এদের অর্থহীণ বলেতে রাজী নন। তার কারণ, এয়ারের মতে, এইসব বাক্যের বক্তব্য যদিও নিরীক্ষণে যাচাইযোগ্য নয়, তবুও এইসব বাক্যের বক্তব্যের সত্যতা অথবা মিথ্যাত্ব জানা সম্ভব। এয়ারের মতে, লজিক বা গণীতশাস্ত্রের বাক্যগুলোর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক বাক্যের অন্তর্গত যৌক্তিক এবং গাণীতিক শব্দের সংজ্ঞার উপর নির্ভর করেই এইসব বাক্যের বক্তব্যের সত্যতা অথবা মিথ্যাত্ব জানা সম্ভব, এবং তাই এগুলি অর্থপূর্ণ। যেমন 'বৃষ্টি পড়ছে এবং বৃষ্টি পড়ছে না'। এই বাক্যে 'এবং' আর 'না' শব্দ দুটির সংজ্ঞার উপর নির্ভর করেই এই বাক্যের বক্তব্য যে মিথ্যা তা নির্ণয় করা যায়। অনুরূপভাবে 'বৃষ্টি পড়ছে অথবা বৃষ্টি পড়ছে না' এই বাক্যে 'অথবা' ও 'না' শব্দ দুটির সংজ্ঞার উপর নির্ভর করেই এই বাক্যের বক্তব্য যে সত্য তা নির্ণয় করা যায়। এইরূপ বাক্যের অন্তর্গত শব্দের সংজ্ঞাগত বিশ্লেষণের দ্বারাই এগুলির সত্যাসত্য নির্নয় করা যায় বলে এই ধরণের বাক্য অভিজ্ঞতাই যাচাইযোগ্য না হয়েও অর্থপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই একটিমাত্র ক্ষেত্রেই এয়ার তার যাচাইযোগ্যতা-সূত্রের ব্যতিক্রম স্বীকার করেছেন, অন্য আর কোন ক্ষেত্রেই তিনি তা করেন নি।

অন্যদিকে, লজিক এবং গণিতের বহির্ভূত কোন বিষয় সম্পর্কে যদি কোন প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমাদের দেখতে হবে, এয়ারের মতে, সেই প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা যাচাইযোগ্যতার মাপকাঠী অবলম্বন করেই তার একটি উত্তর পেতে পারি কি না, তা সেই উত্তর যায় হোক না কেন। কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে তার কোন উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনাই নেই, তাহলে অমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, অন্তত আমাদের ক্ষেত্রে, সেই প্রশ্নবোধক বাক্যটি আসলে কোন যথার্থ প্রশ্ন প্রকাশ করে না।

যাচাইযোগ্যতার মাপকাঠির স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে এয়ার প্রথমেই **ব্যাবহারিক যাচাইযোগ্যতা** (Practical verifiability) **ও নীতিগত যাচাইযোগ্যতা** (verifiability in principle) - এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং উদাহরণের দ্বারা তা তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে এমন অনেক বচন আছে যেগুলোকে আমরা সকলেই সহজ সরলভাবে বুঝি এবং সেগুলোকে বিশ্বাসও করি, কিন্তু সেগুলো যাচাইযোগ্য কি না তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য কোন চেষ্টা করি না বা কোন পদক্ষেপও গ্রহন করিনা। যদিও এই সব বচন গুলির মধ্যে অনেকগুলিকেই আমরা যাচাই করতে পারতাম, যদি আমরা তা করার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা করতাম। তবে এই সব বাক্যগুলি ছাড়াও বাস্তবতা সংক্রান্ত (matter of facts) আরো এমন অনেক বচন রয়েছে যেগুলিকে আমরা যাচাই করতে চাইলেও যাচাই করতে পারি না, তার কারণ হল- এই সব বচনগুলিকে যাচাই করার জন্য যে সব ব্যবহারিক উপকরন (practical means) থাকা প্রয়োজন সেগুলি বর্তমানে আমাদের নেই। এয়ার এই ধরণের বাক্যের উদাহরণ দিতেগিয়ে মরিৎ শ্লিক ব্যাবহিত একটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন সেটি হল "চাঁদের অন্য পিঠে পাহাড়-পর্বত আছে"। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এয়ার তার এই বইটি 1936 সালে লেখেন, যখন বিজ্ঞানের চাঁদ সম্পর্কে গবেষণা সে ভাবে উন্নতি লাভ করেনি। তাই এয়ার বলেন - এখনো এমন কোন রকেট আবিষ্কৃত হয়নি যার সাহায্যে আমি চাঁদে গিয়ে যাচাই করতে পারি যে সেখানে পাহাড়-পর্বত আছে কি নেই। তাই দেখা যাছে বাস্তব পর্যবেক্ষণের দ্বারা আমি এবিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। তবে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন কোন পর্যবেক্ষণের দ্বারা আমি এবিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারতাম, তার একটা ধারণা আমার আছে। এমনকি আমার পক্ষে ঐসব পর্যবেক্ষণগুলোর জন্য কোন উপযুক্ত অবস্থায় পৌঁছানোও অকল্পনীয় নয়। অর্থাৎ আমি ঐসব পর্যবেক্ষণগুলোর অবস্থার কথা কল্পনাও করতে পারি। তাই দেখা যাছে যে, এই ধরনের বাক্যগুলি ব্যাবহারিক দিক থেকে যাচাইযোগ্য না হলেও নীতিগতভাবে যাচাইযোগ্য, এবং তাই অর্থপূর্ণ (meaningful)। [18]

অন্যদিকে অধিবিদ্যক ছদ্ম-বাক্যগুলি (metaphysical pseudo-proposition), যেমন 'পরম সত্তা বিবর্তন ও অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত, কিন্তু তার নিজের মধ্যে কোন বিবর্তন থাকতে পারে না', এই ধরনের বাক্যগুলি ব্যাবহারিক বা নীতিগত কোন ভাবেই যাচাইযোগ্য নয়। তার কারণ এই ধরনের বাক্যগুলির ক্ষেত্রে, এমন কোন পর্যবেক্ষনের কথা চিন্তায় করা যায় না, যার সাহায্যে পরম সত্তা বিবর্তন ও অগ্রগতির প্রক্রিয়াভূক্ত হন কি না, সে বিষয়ে কোন

সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। তবে এটা অবশ্য সম্ভব যে, এই ধরনের বাক্য ব্যাবহারকারি ব্যক্তি এমন ভাবে শব্দের ব্যাবহার করেছেন যেভাবে সচরাচর ঐ ভাষা ব্যাবহারকারি কোন ব্যক্তি করেণ না, যদিও তার প্রকৃত ইচ্ছাও এমন কিছু বলা যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই যাচাই করা যায়। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ঐ বাক্যটির দ্বারা যা প্রকাশ করতে চান, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি আমাদের তার যাচাই করার প্রক্রিয়াটি বুঝিয়ে দিচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির সাথে আমাদের কোনরূপ ভাববিনিময় ঘটছে না। এয়ার তাই দাবী করেন যে, আলোচ্য বাক্য ব্যবহারকারি ব্যক্তি একথা স্বীকার করবেন যে, তিনি আলোচ্য বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলোর দ্বারা যা প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা কোন স্বতঃসত্য নয় বা নীতিগত ভাবে যাচাই যোগ্যও নয়। তিনি যদি একথা স্বীকার কারেন, তাহলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তিনি এই সব বাক্যের দ্বারা যা বলতে চেয়েছেন এমন কি তার নিজের কাছেও, তার কোন শাব্দিক তাৎপর্য নেই।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে এয়ার **'যাচাই'** শব্দটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার কারেছেন- **সবল অর্থে** (strong sense) **ও দুর্বল অর্থে** (weak sense)। তাঁর মতে "A proposition is said to be verifiable, in the strong sense of the term, if, and only if, its truth could be conclusively established in experience. But it is verifiable, in the weak sense, if it is possible for experience to render it probable."[19] অর্থাৎ কোন বচনকে সবল অর্থে যাচাইযোগ্য বলা হবে যদি এবং কেবল যদি, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চুড়ান্তভাবে (conclusively) ওই বচনের সত্যতা প্রতিপাদন করা যায়। যেমন 'চাঁদে প্রাণের অস্তিত্ব আছে'- এই ধরনের বচনগুলি সবল অর্থে যাচাই যোগ্য। কারণ আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চুড়ান্তভাবে এই বচনটির সত্যতা যাচাই করতে পারি। অন্যদিকে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যদি কেবল বচনের সম্ভাব্যতা প্রতিপাদন করা যায়, তাহলে বচনটি হবে দুর্বল অর্থে যাচাইযোগ্য। যেমন 'সকল মানুষ মরণশীল' আর্সেনিক বিষাক্ত' ইত্যাদি- এই ধরনের সার্বিক বচনগুলি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ম সংক্রান্ত বচন বা সুদূর অতীত সম্পর্কিত বচনগুলি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চুড়ান্তভাবে যাচাইযোগ্য নয়, তাই এগুলি সবই দুর্বল অর্থে যাচাই যোগ্য। এই সব বচনের সম্ভাব্যতা আমরা প্রতিপাদন করতে পারি মাত্র। তাই এই ধরনের সকল বচন দুর্বল অর্থে যাচাই যোগ্য।

এয়ার নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন যে আমরা যখন বলি কোন প্রদত্ত বচন যাচাইযোগ্য হলেই অর্থপূর্ণ, তখন আমরা 'যাচাই' শব্দটিকে কোন অর্থে,সবল অর্থে না দুর্বল অর্থের ব্যবহার করব?

এই প্রশ্নের উত্তরে এয়ার বলেন যে, কোন কোন প্রতক্ষ্যবাদী (positivists) চূড়ান্ত যাচাইযোগ্যতাকে কোন বচনের অর্থপূর্ণতার মানদন্ড হিসাবে গ্রহন করার কথা বলেছেন। যেমন মরিৎ শ্লিক তার এক প্রবন্ধে 'Positivismus und Realismus' (*Erkentnis*, Vol-I, 1930) এরূপ দাবী করেন। কিন্তু এয়ার একথা স্বীকার করেন না, কারন তাঁর মতে 'verification' এর এই অর্থকে গ্রহণ করলে আমাদের নিজের যুক্তির মধ্যেই **অতি-প্রমাণ-দোষ ঘটবে** (our argument will prove too much)। এই আলোচনা প্রসঙ্গে নিয়ম সম্পর্কিত সার্বিক বচনগুলির কথায় ধরা যাক, যেমন 'arsenic is poisonous' , 'all men are mortal', 'a body tends to expand when heated,' ইত্যদি। এই ধরণের বচনগুলির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যই এমন যে কোন সসীম পর্যবেক্ষণ-পরম্পরার মাধ্যমে এগুলোকে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কিন্তু যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে অনন্ত-সংখ্যক দৃষ্টান্ত অন্তর্ভক্ত করার উদ্দেশ্যেই নিয়ম সম্পর্কীত এই সব বচন গড়ে উঠে, তাহলে অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, নীতিগত ভাবেও এই ধরণের বচনগুলির চূড়ান্ত যাচাইকরণ সম্ভব নয়। তাই চূড়ান্ত যাচাইকরণকে যদি আমরা অর্থপূর্ণতার মানদন্ড হিসাবে গ্রহণ করি তাহলে অধিবিদ্যার বচনগুলিকে আমরা যেভাবে নিই, এই সব সার্বিক বচন গুলিকেও ঠিক সেইভাবে নিতে আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে বাধ্য থাকব। অর্থাৎ এই দুই ধরনের বচনই অর্থহীণ হয়ে পড়বে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানের ভান্ডার আনেকটাই ক্ষীন হয়ে পড়বে।[20]

এই সকল অসুবিধার জন্য, এয়ার বলেন যে, কোন কোন প্রত্যক্ষবাদী দাবী করেন যে এইসব সার্বিক বচনগুলি বস্তুত অর্থহীন, যদিও অর্থহীন বচন হিসাবে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ। তবে এয়ারের মতে এখানে **'গুরুত্বপূর্ণ'** শব্দটির প্রয়োগ

নিছক আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। এ থেকে কেবল এটাই বোঝা যায় যে, উপরোক্ত বক্তাদের মত যে কিছুটা ধাঁধাগ্রস্ত সেটা তারা বুঝতে পেরেছেন, যদিও সেই ধাঁধা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারেননি।[21] তাছাড়া এই অসুবিধাটা কেবল নিয়ম সংক্রান্ত সার্বিক বচনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, যদিও এদের আলোচনায় সেটাই সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত। দূরবর্তী অতীত সম্পর্কিত বচনের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা খুবই স্পষ্ট। কারণ এটা আমরা অবশ্যই স্বীকার করব যে, ঐতিহাসিক বচনগুলির পক্ষে যত জোরালো সাক্ষ্যপ্রমাণই থাক না কেন, এই সকল বচনগুলির খুব উচ্চমাত্রার সম্ভাব্যতা ছাড়া বেশি কিছু থাকতে পারে না। তাই এয়ার বলেন স্বতঃসত্য বচন ছাড়া অন্য যেকোন বচন একটি সম্ভাব্য প্রকল্পের বেশী আর কিছুই নয়, এবং একথা যদি সত্যি হয় তাহলে, কেবল চূড়ান্তভাবে যাবাইযোগ্য কোন কিছু প্রকাশ করলেই কোন বচন তথ্যগতভাবে (factually) তাৎপর্যপূর্ণ হবে, এইরূপ তত্ত্বকে যদি অর্থপূর্ণতার মানদন্ড হিসাবে স্বীকার করা হয়, তাহলে এই তত্ত্ব নিজেকে নিজেই অকার্যকর বলে প্রতিপন্ন করবে। কারণ এই তত্ত্বের ফল এমন দাঁড়াবে যে, বাস্তবতা সম্পর্কে কোন অর্থপূর্ণ বক্তব্য ব্যক্ত করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে।[22]

এয়ার অবশ্য, **'যাচাই'** শব্দটির **দুর্বল অর্থেই** তাঁর যাচাইযোগ্যতার সূত্রকে গ্রহণ কারেছেন। এয়ারের মতে কোন প্রদত্ত তথ্যমূলক বিবৃতি (putative statement) সম্পর্কে আমাদের বিচার্য এই নয় যে, কোন্ পর্যবেক্ষণের দ্বারা এই বিবৃতিটিকে যৌক্তিকভাবে নিশ্চিতরূপে সত্য বা মিথ্যা বলে প্রতিষ্ঠা করা যায়, বরং আমাদের বিচার্য হল কোন্ পর্যবেক্ষণ বিবৃতিটিকে সত্য বা মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন করার জন্য প্রাসঙ্গিক তা আলোচনা করা। এরূপ প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণের যদি কোন অবকাশ না থাকে তাহলে বিবৃতিটিকে অর্থহীণ বলতে হবে। এইরূপ যাচাইযোগ্যতার দুর্বল অর্থের ব্যখ্যায়, *Language, Truth and Logic* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এয়ার বলেন, কোন বিবৃতি দুর্বল অর্থে যাচাইযোগ্য হবে, এবং তাহলেই সেটি অর্থপূর্ণ, যদি কোন সম্ভাব্য ইন্দ্রিয়জাত অনুভব বিবৃতিটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ণয়ে প্রাসঙ্গিক হয়, এবং তাহলে সেটি অর্থপূর্ণ। তাঁর ভাষায় "A statement is 'weakly' verifiable, and therefore meaningful, if some possible sense-experience would be relevant to the determination of its truth or falsehood."[23] কিন্তু এয়ার নিজেই একথা অবশ্য স্বীকার করেন যে এই 'প্রাসঙ্গিক' (relevant) কথাটি খুবই অস্পষ্ট, তাই তিনি এই অস্পষ্টতা দূরকরার জন্য 'অনুভাবাত্মক বচনের' (experiential proposition) পতিবর্তে 'পর্যবেক্ষণ-বিবৃতি' বা নিরীক্ষণ বিবৃতি (obsevation-statement) শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন। 'পর্যবেক্ষণ-বিবৃতি' বলতে তিনি এমন বিবৃতিকে বুঝিয়েছেন যা কোন বাস্তব পর্যবেক্ষণ (actual-obsevation) অথবা সম্ভাব্য পর্যবেক্ষণকে (possible-obsevation) লিপবদ্ধ করে। তাঁর কথায়"..a sentence which records an actual or possible observation is an observation-statement."[24] এই পর্যবেক্ষণ-বিবৃতিতে একমাত্র প্রত্যক্ষলব্ধ ব্যাপারই ব্যক্ত হয়। যেমন, 'এই ফুলটা গন্ধহীণ' বা 'এই ফুলটা লাল'। 'পর্যবেক্ষণ-বিবৃতি' (obsevation-statement) ধারণাটিকে ব্যবহার করে এয়ার তার গৃহীত যাচাই যোগ্যতার মাপকাঠিকে কিছুটা পরিবর্তন করে উপস্থাপিত করতে গিয়ে বলেন- "..a statement is verifiable, and consequently meaningful, if some observation-statement can be deduced from it in conjunction with certain other premises, without being deducible from those other premises alone."[25] অর্থাৎ কোন একটি বিবৃতি যাচাইযোগ্য এবং সেকারণে অর্থপূর্ণ হবে যদি এবং কেবল যদি অন্য কতকগুলি হেতুবাক্য সহযোগে তার থেকে কোন পর্যবেক্ষণমূলক বিবৃতি নিষ্কাশন করা যায়, যে বিবৃতিকে কেবলমাত্র ওই হেতুবাক্যগুলি থেকে নিষ্কাশন করা যায় না।

একটা উদাহরণের সাহায্য এই সূত্রটিকে বোঝা যেতে পারে। ধরা যাক আমরা জানতে চাইছি যে 'সকল লাল ফুল হয় গন্ধহীন' -এই বচনটি অর্থপূর্ণ কিনা।

(১) এই সূত্র অনুসারে প্রথমেই দেখতে হবে, অন্যান্য কিছু বচনের সহযোগে এই বচনটি থেকে একটি অনুভবধর্মী বচন (experiential proposition) নিষ্কাশনযোগ্য কিনা। এখন যদি আমরা এই মূল বচনের সহযোগী বচন হিসাবে নিই 'এই ফুলটি লাল' বচনটি, তাহলে এই দুই বচন থেকে যুক্তিবিজ্ঞানের M. P. নিয়ম অনুযায়ী নিঃসৃত হয় 'এই ফুলটি হয় গন্ধহীন' এই অনুভবধর্মী বচন। এটাকে যুক্তির আকারে সাজালে পাব:

সকল লাল ফুল হয় গন্ধহীন (মূল বচন)
এই ফুলটি লাল (সহযোগী বচন)
∴ এই ফুলটি হয় গন্ধহীন (অনুভবধর্মী বচন)

(২) এই সূত্র অনুযায়ী এর পর আরও দেখতে হবে, যে অনুভবধর্মী বচনটি পাওয়া গেল সেটি কেবলমাত্র সহযোগী বচন থেকে অ-নিষ্কানযোগ্য কিনা। কিন্তু আমরা জানি যে যুক্তিবিজ্ঞানের কোন নিয়ম অনুসারেই 'এই ফুলটা হয় লাল' এই বচন থেকে 'এই ফুলটি হয় গন্ধহীন' এই অনুভবধর্মী বচনটি নিষ্কাশনযোগ্য নয়।

তাই দেখা যাছে যে এয়ারের সূত্রের দুটি দাবী - (ক) অন্য একটি বচনের সহায়তায় মূল বচনটি থেকে একটা অনুভবধর্মী বচন নিষ্কাশনযোগ্য। (খ) এই অনুভবধর্মী বচন কেবলমাত্র সহযোগী বচনটি থেকে নিষ্কাশনযোগ্য নয়।

তাই দেখা যাছে যে, এয়ারের এই সূত্র অনুযায়ী 'সকল লাল ফুল হয় গন্ধহীন' এই মূল বচনটি যাচাইযোগ্য, এবং তাই প্রকৃত অর্থে তথ্যধর্মী (genuinely factual) ও অর্থপূর্ণ (meaningful)।

তবে এয়ারের এই সূত্র খুব বেশীদিন স্থায়ী হতে পারেনি। ইশাইয়া বার্লিন (Isaiah Berlin) তাঁর 'Verification' (1939) নামক প্রবন্ধে দেখালেন যে এয়ারের এই মানদন্ড অতি উদার (too liberal)। কারণ এই মানদন্ড অনুস্বরণ করে যেকোন বাক্য, এমনকি অধিবিদ্যক ছদ্ম বিবৃতিগুলিকেও তথ্যধর্মী রূপে প্রমান করা সম্ভব। যেমন ধরাযাক, বার্লিনের মতে, আমরা জানতে চাইছি যে 'সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর ছিলেন"- এই বচনটি প্রকৃত অর্থে তথ্যধর্মী কিনা। বার্লিন নিম্নোক্তভাবে প্রমান করে দেন যে, এয়ারের যাচাইকরণ সূত্র অনুযায়ী, এই অধিবিদ্যক বচনটিও প্রকৃত অর্থে তথ্যধর্মী, এবং তা অর্থপূর্ণ।

'সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর ছিলেন' এই বচনটির সহযোগী বচন হিসাবে যদি আমরা নিই 'যদি সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর থাকেন তাহলে এই পৃষ্ঠাটি সাদা' এই বচনটি, তাহলে এদের থেকে যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী নিঃসৃত হয় ' এই পৃষ্ঠাটি সাদা' - এই অনুভবধর্মী বচন। এটিকে যুক্তির আকারে সাজালে পাই—

সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর ছিলেন (মূল বচন)
যদি সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর থাকেন তাহলে এই পৃষ্ঠাটি সাদা (সহযোগী বচন)
∴ এই পৃষ্ঠাটি সাদা (অনুভবধর্মী বচন)

(২) এই সূত্র অনুযায়ী এর পর অরও দেখা যাচ্ছে, যে অনুভবধর্মী বচনটি পাওয়া গেল সেটি কেবলমাত্র সহযোগী বচন থেকে অ-নিষ্কানযোগ্য, কারণ আমরা জানি যুক্তিবিজ্ঞানের কোন নিয়ম অনুসারেই 'যদি সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর থাকেন তাহলে এই পৃষ্ঠাটি সাদা' এই বচন থেকে 'এই পৃষ্ঠাটি সাদা' এই অনুভবধর্মী বচনটি নিষ্কাশনযোগ্য নয়।

তাই দেখা যাছে যে, এয়ারের সূত্রের দুটি দাবী পূরন হওয়ায় 'সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর ছিলেন' এই আধিবিদ্যক মূল বচনটিকে এয়ার যাচাইযোগ্য, এবং তাই প্রকৃত অর্থে তথ্যধর্মী ও অর্থপূর্ণ বলতে বাধ্য থাকবেন তাঁর নিজের যাচাইকরণ সূত্র অনুযায়ী। এই ভাবে বার্লিন দেখালেন যে এয়ারের এই মানদন্ড অতি উদার। কারণ এই মানদন্ড অনুস্বরণ করে যেকোন বাক্য, এমনকি মেটাফিজিকসের ছদ্ম বিবৃতিগুলিকেও তথ্যধর্মী প্রমান করা সম্ভব।[2 6]

বার্লিনের এই আপত্তির পরিপেকক্ষিতে এয়ার তাঁর *Language, Truth and Logic* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৪৬) এর ভূমিকাতে যাচাইকরণ সূত্রটির কিছু পরিবর্তন ঘটান। বার্লিনের সমালোচনাকে এড়ানোর জন্য এয়ার দুই ধরনের যাচাইযোগ্যতার কথা বলেন। সেগুলি হল :

১. সরাসরি যাচাইযোগ্যতা (direct verifiability) ও

২. পরোক্ষ যাচাইযোগ্যতা (indirect verifiability)

১. সরাসরি যাচাইযোগ্যতা: এয়ারের মতে একটি বিবৃতিকে সরাসরি ভাবে যাচাইযোগ্য হতে গেলে নিচের দুটি শর্তের যেকোন একটিকে পূরণ করা চাই-

ক) বিবৃতিটি নিজে যদি কোন না কোন নিরীক্ষণ-বিবৃতি হয়। (if it is either itself an observation-statement....)[27]

অথবা

খ) এক বা একাধিক নিরীক্ষণ-বিবৃতির সহযোগে এ বিবৃতি থেকে অন্তত একটি নিরীক্ষণ-বিবৃতি অনুসৃত (entailed) হওয়া চাই। অবশ্য লক্ষ রাখতে হবে, এই নিরীক্ষণ-বিবৃতি যেন কেবলমাত্র সহযোগী বিবৃতি/ বিবৃতিগুলি থেকে নিষ্কাশনযোগ্য না হয়। (or is such that in conjunction with one or more observation-statements it entails at least one observation-statement which is not deducible from these other premises alone.)[28]

এই ভাবে যদি যাচাইযোগ্যসূত্রটিকে ব্যখ্যা করা যায়, তাহলে বার্লিনের সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, কারন এখানে সহযোগী বিবৃতি বা হেতুবাক্যগুলির একটা লক্ষণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তা হল, এই সব সহযোগী বিবৃতি বা হেতুবাক্যগুলিকে নিরীক্ষণ-বিবৃতি হতে হবে। কিন্তু বার্লিনের সমালোচনাতে ব্যবহৃত হেতুবাক্যগুলি নিরীক্ষণ-বিবৃতি নয়। কারন আমরা দেখেছি যে 'যদি সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর থাকেন তাহলে এই পৃষ্ঠাটি সাদা' এই সহযোগী বাক্যটি একটি 'যদি-তাহলে' আকারের প্রাকল্পিক বিবৃতি (conditional statement) যা কখনও নিরীক্ষণ-বিবৃতি বলে গণ্য হতে পারে না। তাই দেখা যাছে যে বার্লিনের সমালোচনা থেকে এয়ার তাঁর এই সূত্রের পরিবর্তীত রূপটিকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন।

২. পরোক্ষ যাচাইযোগ্যতা কোন বিবৃতিকে পরোক্ষভাবে যাচাইযোগ্য হতে গেলে নিচের দুটি শর্তকে পূরণ করতে হবে:

(ক) এক বা একাধিক হেতুবাক্যের সহযোগে একটি বিবৃতি থেকে একটি বা একাধিক সাক্ষাৎ-যাচাইযোগ্য বিবৃতি অনুসৃত (entailed) হওয়া চাই। অবশ্য লক্ষ রাখতে হবে, এই নিরীক্ষণ-বিবৃতিটি যেন কেবলমাত্র সহযোগী হেতুবাক্যসমষ্টি থেকে নিষ্কাশনযোগ্য না হয়। তাঁর ভাষায়"..that in conjunction certain other premises it entails one or more directly verifiable statements which are not deducible from these other premises alone." [29]

এবং

(খ) এই সব সহযোগী হেতুবাক্যের সমষ্টির মধ্যে যেন এমন কোন বিবৃতি স্থান না পায়, যা বিশ্লেষক নয়, অথবা সরাসরিভাবে যাচাইযোগ্য নয়, অথবা পরোক্ষভাবে যাচাইযোগ্য নয়। (that these other premises donot include any statement that is not either analytic, or directly verifiable, or capable of being independently established as indirectly verifiable.) [30]

এয়ারের এই পরিবর্তিত বা উন্নততর যাচাইযোগ্যতার শর্তগুলির দ্বারা বার্লিনের সমালোচনাকে এড়ানো সম্ভব। কারন, বার্লিনের সমালোচনাতে যে ধরনের সহায়ক-হেতুবাক্য ব্যবহার করা হয় সেগুলি বিশ্লেষক অথবা

সরাসরিভাবে যাচাইযোগ্য অথবা পরোক্ষভাবে যাচাইযোগ্য এগুলির কোনটিই নয়। তাই দেখাযাছে বার্লিনের আপত্তি এক্ষেত্রে আর প্রযোয্য হচ্ছে না।

এয়ার তার *The Central Questions of Philosophy*[31] গ্রন্থে স্বীকার করে নিয়েছেন যে তিনি ভেবেছিলেন এই উন্নততর যাচাইযোগ্যতার শর্তগুলি এইভাবে নতুন করে তৈরী করার ফলে তার প্রস্তাবিত যাচাইকরণ সূত্রটি রক্ষা পেল। কিন্তু তার এই প্রত্যাশায় বাদ সাধলেন যুক্তিবিজ্ঞানী এলোনঝো চার্চ (Alonzo Church)। 1949 সালে তাঁর 'Review Work(s): Language, Truth and Logic by Alfred Jules Ayer'[32] প্রমান করে দেন যে, এয়ারের এই সংশোধিত বা উন্নতরূপটিও অতি উদার (too liberal)। কারন এর দ্বারাও যেকোন বিবৃতিকে পরোক্ষভাবে যাচাইযোগ্য ও অর্থপূর্ণ, বলে গণ্য হয়ে যেতে পারে। চার্চের প্রামানটি হল নিম্নরূপ:

চার্চের মতে ধরা যাক, একটি থেকে অন্যটি নিষ্কাশনযোগ্য নয় এবং যৌক্তিকভাবে স্বতন্ত্র তিনটি উক্তি হল O_1, O_2 এবং O_3,। এবং যে কোন সাধারন বিবৃতি হল 'S' অথবা 'S' এর নিষেধক, এই বিবৃতির বিষয়বস্তু যেকোনকিছু হতে পারে, বাস্তব, অবাস্তব, অথবা যেকোনকিছু। চার্চ এবার দেখিয়েছেন 'S' বিবৃতির সহযোগী হিসাবে $(\sim O_1 \circ O_2) \vee (O_3 \circ \sim S)$ এই বিবৃতিটি নিলে লজিকের নিয়ম অনুযায়ী অনুসৃত হয় 'O_2' নিরীক্ষণ বিবৃতিটি। অথচ 'O_2' কেবলমাত্র $(\sim O_1 \circ O_2) \vee (O_3 \circ \sim S)$ থেকে অনুসৃত হয় না। একটু সহজ করে বললে বলতে হয় যে, যেকোন ধরনের একটা বিবৃতি (যথা 'S') থেকে, নির্দিষ্ট একটা হেতুবাক্য সহযোগে, একটি নিরীক্ষণ বিবৃতি (যথা 'O_2') লজিকের নিয়ম অনুযায়ী নিঃসৃত হচ্ছে। অথচ 'O_2' কেবলমাত্র সহযোগী হেতুবাক্যটি $(\sim O_1 \circ O_2) \vee (O_3 \circ \sim S)$ থেকে অনুসৃত হয় না।[33]

তাই দেখাযাছে, এয়ারের পরিবর্তিত যাচাইকরণসূত্র অনুসারে 'S' কে পরোক্ষভাবে যচাইযোগ্য বলতে হয়। কিন্তু 'S' কে তো যেকোন ধরণের বিবৃতি (any Statement) বলে এখানে ধরা হয়েছে, তাই বলতে হয় যে, এয়ারের পরিবর্তিত যাচাইযোগ্যতার সূত্র অনুসারে যেকোন ধরণের বিবৃতি, এমনকি আধিবিদ্যক বিবৃতিকেও যচাইযোগ্য বলতে হয়। ফলে এয়ারের পরিবর্তিত যচাইযোগ্যতার সূত্রটিও যে খুবি উদার তা প্রমানিত হয়ে যায়।[34] এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে এয়ারের এই পরিবর্তিত যাচাইযোগ্যতার যে শর্তগুলির দ্বারা বার্লিনের সমালোচনাকে এড়ানো সম্ভব হয়েছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল এই যাচাইযোগ্যতার সহায়ক-হেতুবাক্য ব্যবহার করা হয় সেগুলি বিশ্লেষক অথবা সরাসরিভাবে যাচাইযোগ্য অথবা পরোক্ষভাবে যাচাইযোগ্য হবে। এই সকল শর্ত কি চার্চের এই অভিযোগে মানা হয়েছে? অর্থাৎ চার্চ যে সহায়ক-হেতুবাক্য '$(\sim O_1 \circ O_2) \vee (O_3 \circ \sim S)$' - ব্যবহার করেছেন এটিকি বিশ্লেষক? অথবা সরাসরিভাবে যাচাইযোগ্য? অথবা পরোক্ষভাবে যাচাইযোগ্য? চার্চ এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি তার প্রবন্ধে প্রমান করে দিয়েছেন যে তার ব্যবহৃতসহায়ক-হেতুবাক্যটিকে এয়ার সরাসরিভাবে যাচাইযোগ্য বলতে বাধ্য থাকবেন। তার কারণ (১) এ এহেতুবাক্যের সঙ্গে O_1 এই নিরীক্ষণ বিবৃতিটি যুক্ত করে লজিকের নিয়মানুযায়ী নিঃসৃত হয় O_3 এই নিরীক্ষণ বিবৃতিটি। (২) কেবলমাত্র O_1 থেকে কখনই O_3 লজিকের নিয়মানুযায়ী নিঃসৃত হতে পারে না। আমরা দেখেছি যে এয়ার কথিত সাক্ষাৎ-যাচাইযোগ্যতা বলতে ঠিক এই দুটি শর্ত পূরনের কথাই বলা হয়।[35]

এখন প্রশ্ন চার্চের এই দুটি দাবীর পেছনে প্রমান কী? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে দ্বিতীয় দাবীটির ন্যায্যতা প্রমান করা খুব সহজ। কারণ, চার্চ একেবারে প্রথমেই ধরে নিয়েছেন যে O_1, O_2 এবং O_3 এই তিনটি হল নিরীক্ষণ বিবৃতি এবং একটি অন্যটির থেকে যুক্তির দৃষ্টিতে স্বতন্ত্র। সতরাং O_1, থেকে O_3 নিঃসৃত হবার কোন সুযোগ-ই নেই। তবে প্রথম দাবীটিকে প্রমান করার জন্য একটা বৈধতা-প্রমান গঠন করতে হবে। অর্থাৎ দেখাতে হবে যে, $(\sim O_1 \circ$

$O_2) \vee (O_3 \circ \sim S)$ এবং O_1 থেকে O_3 বৈধভাবে নিষ্কাশনযোগ্য। চার্চ এইভাবে প্রমান করে দিলেন যে এয়ার প্রদত্ত যাচাইযোগ্যতার সূত্রের সবকটি শর্ত পূরন করা সত্ত্বেও যাচাইযোগ্যতার অতি উদারতা দোষ থেকে যাছে।[36]

এছাড়াও এই যাচাইকরণ সূত্রের আরো কিছু অসুবিধার কথা আমরা উল্লেক্ষ করতে পারি। যেমন উপরোক্ত বিবরণ থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, বিশ্লষক ও সংশ্লষক বচনের মধ্যে যে পার্থক্য এয়ার করেছেন সেটি অঙ্গাঙ্গীভাবে তার যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদের সঙ্গে জড়িত। বিশ্লেষক বচনগুলি সংজ্ঞাগতভাবেই সত্য এবং নিশ্চিতরূপে সত্য, এই কারনেই এই বচনগুলি অপরির্বতনীয়। এয়ারে মতে, আমরা দেখেছি যে, লজিক এবং গণিতের বচনগুলো বিশ্লষক। এই লজিক এবং গণিতের বচনগুলো ইন্দ্রজ-অভিজ্ঞতার (sense experience) দ্বারা যাচাইযোগ্য না হলেও এয়ার এগুলোকে অর্থহীণ বলে অধীবিদ্যার বক্তব্যের সঙ্গে একই শ্রেণীতেভূক্ত করতে পারেন না, কারন তা কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য হয় না, এবং আমাদের লজিক এবং গণিতের বচনগুলোকে বাদ দেওয়াও সম্ভব নয়। তাই তিনি এই ধরনের বচনগুলোকে বিশ্লেষক বচন হিসাবে গ্রহণ করে, এগুলিকে অর্থপূর্ণ বলে লজিক এবং গণিতেকে রক্ষা করেছেন।

কিন্তু W. V. Quine, সাম্প্রতিকালের একজন বিখ্যাত লজিসিয়ান এবং অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক, তিনি তার 'Two Dogmas of Empiricism'[37] প্রবন্ধে যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদের বিরূদ্ধে তার আক্রমনের অন্যতম লক্ষ্য হল বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচনের মধ্যে পার্থক্য। Quine এই পার্থক্যটিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে লজিক এবং গণিতের বচনগুলো সকল ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় বা নিশ্চিতরূপে সত্য নয়। একটি রূপক ব্যবহার করে Quine এর বক্তব্য সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। আমাদের যে সমস্ত গৃহীত বিশ্বাস বা বচনগুলি পারস্পরিক সর্ম্পকে বিধৃত হয়ে বা সর্ম্পকযুক্ত হয়ে আমাদের বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞানের বৃত্ত গঠন করে তার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত আমাদের লজিক, গণিত, তাত্তিক পদার্থবিদ্যা ইত্যাদির বচনগুলি, এবং বৃত্তের পরিধিতে অবস্থিত এমন সব বচন, যেগুলির ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে। যেমন 'কিছু বাড়ি আছে যেগুলো ইট দিয়ে তৈরী', 'ফুলটি গোলাপি' ইত্যাদি বচনগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার খুবই কাছাকাছি থাকে বা যোগসূত্র রয়েছে। যদি এরকম কোন অভিজ্ঞতা হয় যা আমদের গৃহীত বিশ্বাস বা বচনতন্ত্রের বিরূদ্ধে যায়, তাহলে কোন যায়গায় সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমরা সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারি পরিধির মধ্যে অবস্থিত কোন বচনের পরিবর্তনের মাধ্যমে। সাধারনত এই সামনঞ্জস্য রক্ষার জন্য কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত লজিক বা গণিতের বচনগুলির মধ্যে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না, তবে প্রয়োজন হলে আমাদের তাও করতে হতে পারে। যেমন 'কোয়ানটাম মেকনিকসে' (quantum machanics) কিছু তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য 'ল ওফ এক্সলুডেড মিডল' (Law of excluded midle) এ কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। তাই কোইন মনেকরেন লজিক এবং গণিতের বচনগুলো অপরিবর্তনীয় নয়। তাঁর মতে আমদের বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান যা আমাদের গৃহীত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিশ্বাস বা বচনগুলির দ্বারা গঠিত তা সামগ্রিকভাবে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়, কোন বচন আলাদা আলাদা ভাবে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষিত হয় না। সেইজন্য Quine বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচনের মধ্যে কোন গুনগত তফাৎ স্বিকার করেন না। যে তফাৎটি হল এয়ারের ও লজিকেলপজিটিভিজমের তত্ত্বের একটি মূল বৈশিষ্ট্য। তাই দেখা যাছে কোয়াইনের এই সমালোচনা এয়ারের যাচাইকরন সূত্রকে আরো সন্দিহান করে তোলে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাছে যে এয়ার প্রবর্তিত যাচাইকরন সূত্রের আরো পরিমার্জনের পয়োজন আছে। *The Central Questions of Philosophy*[38] গ্রন্থে এয়ার নিজেই তার প্রবর্তিত যাচাইকরন সূত্রের এই পরিনতি মেনে নিয়েছেন।

---

[1] Ashby, R.W.; "Logical Positivism" in Connor, D.J.O(edi.); (1965), *A Critical History of Western Philosophy*, The Free Press, New York, P-493

[2] Pears, D.F. & B.F. McGuinness (Translator), Ludwig Wittgenstein's *Tractatus Logico-Philosophicus*, Routledge & Kegan Paul, New York: The Humanities Press , 4.112, P-49

[3] Ibid.4.4, P-63

[4] Ibid.4.411, P-65

[5] Ayer, A.J.; (1952), *Language, Truth and Logic*, Dover Publications, Inc. New York, P-33

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Smith, N.K. (Trans.), (1929) *Critique of Pure Reason*, Macmillan And Co., Limited St. Martin's Street, London, P-46

[11] Ayer, A.J.; (1952), *Language, Truth and Logic*, Dover Publications, Inc. New York, P-34

[12] Pears, D.F. & B.F. McGuinness (Translator), Ludwig Wittgenstein's *Tractatus Logico-Philosophicus*, Routledge & Kegan Paul, New York: The Humanities Press , P-3

[13] Ibid.

[14] Ashby, R.W.; "Logical Positivism" in Connor, D.J.O(edi.); (1965), *A Critical History of Western Philosophy*, The Free Press, New York, P-497

[15] Ayer, A.J.; (1952), *Language, Truth and Logic*, Dover Publications, Inc. New York, P-35

[16] Ibid.

[17] Ibid. P-78

[18] Ibid. P-36

[19] Ibid. P-37

[20] Ibid.

[21] Ibid.

[22] Ibid. PP-37-38

[23] Ibid. P-11

[24] Ibid. P-38/11

[25] Ibid. P-39/11

[26] Berlin, I. (1939), "Verification", Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 39 (1938 - 1939), pp. 225-248, Oxford University Press on behalf of The Aristotelian Society, P- 234

[27] Ayer, A.J.; (1952), *Language, Truth and Logic*, Dover Publications, Inc. New York, P-13

[28] Ibid.

[29] Ibid.

[30] Ibid.

[31] Ayer, A.J; (1979), *The Central Questions of Philosophy*, The Macmillan Company of India Limited, Delhi, India P- 27

[32] Church, Alonzo; " Reviewed Work(s): Language, Truth and Logic by Alfred Ayer" (2nd Edition), The Journal of Symbolic Logic, Vol. 14, No. 1 (Mar., 1949), P- 53

[33] Ibid.

[34] Ibid.

[35] Ibid.

[36] Ibid.

[37] Quine, W.V.; "Two Dogma of Empiricism", The Philosophical Review, Vol. 60, No. 1. (Jan., 1951), pp. 20-43

[38] Ayer, A.J; (1979), *The Central Questions of Philosophy*, The Macmillan Company of India Limited, Delhi, India P- 27